আপনার পাঠাগারের মূলনীতি আছে কি?

কাজী আলিম-উজ-জামান

একটা কথা আমরা আগেও শুনেছি, এখনও শুনছি, হয়তো ভবিষ্যতেও শুনব। তা হলো পাঠাগারে ঢের বই আছে, কিন্তু পাঠক তেমন নেই। পাঠকের অভাবে পাঠাগার গড়ের মাঠ হয়ে থাকে। কথাটি অবশ্যই সত্য। সরকারি গণপাঠাগারের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, তেমনই সত্য বেসরকারি কোনো গণপাঠাগারের ক্ষেত্রে।

কেন পাঠক নেই বা পাঠাগারের প্রতি পাঠক কেন আকর্ষণ অনুভব করে না, তা নিয়ে বিভিন্ন সভা-সেমিনারে আলোচনা কম হয় না বৈকি। এসব আলোচনায় বিশ্লেষণপূর্বক নানা কারণ উঠে আসে। এর কোনোটাই অপ্রাসঙ্গিক নয়। সবগুলোই গুরুত্বপূর্ণ। এ-লেখায় আমিও একটি বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করব। জানি না এটা বিজ্ঞজনের কাছে কতটুকু গ্রহণযোগ্য হবে।

পাঠাগার একটি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন। একটি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন পরিচালিত হওয়া উচিত কিছু মূলনীতি দ্বারা। এই মূলনীতি উৎসারিত হয় ওই সংগঠনের বিশ্বাস বা আদর্শের জায়গা থেকে। একজন সাধারণ ব্যক্তি কিংবা একজন পাঠক ওই সংগঠনের সদস্য নাও হতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি ওই সংগঠনের মূলনীতির সঙ্গে অভিন্ন মনোভাব পোষণ করেন, তবে তাদের কাজের প্রতি তিনি একধরনের নৈকট্য অনুভব করবেন।
এবার সরাসরি প্রসঙ্গে আসা যাক।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, আমাদের ঢাকা শহরে যে-পুরোনো পাঠাগারগুলো আছে, প্রতিটিরই রয়েছে জোরালো কিছু বিশ্বাস ও মূলনীতি। পুরান ঢাকার রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ও পাঠগৃহের কথা বলা যাক। রামমোহন রায় যখন কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম প্রচলন করলেন, তখন ঢাকায় এর রেশ এসে পড়ে। এ অঞ্চলে ব্রাহ্ম ধর্মমতের অনুসারীরাই এই পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন এবং যারা এই আদর্শের মানুষ, তারা এই পাঠাগারের সভ্য হন। এর অর্থ এই নয় যে, সাধারণ পাঠকেরা পাঠাগারের সভ্য হয় নি। তারাও হয়েছে। তবে বিশ্বাসের মানুষেরাই ঝড়ঝাপটা থেকে পাঠাগারটিকে টিকিয়ে রেখেছেন, বোধকরি সাধারণ পাঠকেরা ততটা নন।

একই কথা বলা যায় রাজধানীর আরেকটি শতবর্ষী রামকৃষ্ণ মিশন পাঠাগারের ক্ষেত্রে। এই দুটো পাঠাগার এখনও টিকে আছে, বিশেষ করে রামকৃষ্ণ মিশন পাঠাগার তো বেশ শক্তভাবে টিকে আছে। পাঠকও যথেষ্টসংখ্যক আছেন বলা যায়। আবার ঢাকার সবচেয়ে প্রাচীন পাঠাগার নর্থব্রুক হল লাইব্রেরি, ৬০ থেকে ৭০ বছর বয়সী লালবাগের গ্রন্থবিতান, আজাদ মুসলিম লাইব্রেরি, গেন্ডারিয়ার সীমান্ত গ্রন্থাগার–প্রতিটির মূলনীতি আছে। তবে এই চার

পাঠাগার, কারোর সঙ্গেই শক্ত রাজনৈতিক বা ধর্মীয় বিশ্বাস যুক্ত ছিল না। এবং তা না থেকেই কেবল মূলনীতি ও আদর্শ দিয়ে এই পাঠাগারগুলো দীর্ঘদিন পথ চলেছে। এর মধ্যে শতবর্ষী নর্থব্রুক অবশ্য হারিয়ে যাওয়ার দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। তার কারণ অবশ্য ভিন্ন।

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) ঢাকায় বেশ কিছু পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেছে। এরকম তিনটি পাঠাগারের কথা জানি। এগুলোতে খুব বেশি পাঠক নেই, তবে সক্রিয় নয় এটা বলা যাবে না। এর উদ্যোক্তাদের অনেকেই ওই রাজনৈতিক দলের আদর্শে বিশ্বাসী। ফলে তারা পাঠাগারটিকে সচল রাখছেন নানা উপায়ে। এর সঙ্গে সাধারণ পাঠক তো কিছু আছেই। যদিও সবসময় কেবল বিশ্বাস দিয়ে কাজ হয় না, কখনো কখনো ব্যক্তির ভূমিকাও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, কোনো একটি বিশ্বাস বা আদর্শের সঙ্গে যেসব পাঠাগার প্রতিষ্ঠান যুক্ত আছে, তাদের মধ্যে এক ধরনের সক্রিয়তা আছে। তবে সব পাঠাগারকেই কোনো একটি রাজনৈতিক বা ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে, সেটা কোনো ভালো কথা নয় বরং সেটা না থাকা বরং মন্দ নয়।

২.

একটি কক্ষে শ-তিনেক বই আর চার-পাঁচখানা চেয়ার-টেবিল সাজিয়ে বসলে সেটা পাঠাগারের একটা আদল পায় বটে, তবে একে প্রকৃত পাঠাগার বলা চলে না। পাঠাগার কী, কেন–এটা আগে বুঝে নেওয়া খুবই জরুরি। আমি বা আমরা কেন পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করতে চাই, আমরা কি সমাজে কোনো অবদান বা ছাপ রাখতে চাই, আমাদের পাঠাগার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য দৃষ্টি আকর্ষণ নয় তো? নিজের মনকে এই প্রশ্ন করতে হবে। শুধু শুধু আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার অর্থ নেই।

পাঠাগার প্রতিষ্ঠার আগে ঠিক করতে হবে এর মূলনীতি বা আদর্শ। এটাকে ঠিক গঠনতন্ত্র বলতে চাই না। আপনার মূলনীতি বা আদর্শই পাঠককে আকৃষ্ট করবে, পাঠককে বই পাঠে ও আলোচনায় উৎসাহিত করবে। আপনি বারবার আপনার মূলনীতির কথা প্রচার করবেন বিশ্বাসের সঙ্গে, আস্থার সঙ্গে।

গণপাঠাগার আন্দোলনের একজন কর্মী হিসেবে আমি আপনাদের একটু সহযোগিতা করতে পারি। যেমন আপনার মূলনীতি কী হতে পারে? একটা মূলনীতি হতে পারে, আপনি আপনার পাঠাগারের মাধ্যমে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের পক্ষে সচেষ্ট হলেন। আপনার গণ্ডির মধ্যেই কাজ করতে পারেন। যারা আপনার পাঠাগারের পাঠক, তাদের সচেতন করলেন। হতে পারে আপনি নারী-অধিকার বা নারীশিক্ষা নিয়ে সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিলেন আপনার পাঠাগারের মাধ্যমে। আপনি কাজ করতে পারেন কৃষকের, শ্রমিকের বা খেতমজুরের অধিকার নিয়ে। তাদের সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের যুক্ত

করলেন।

অর্থাৎ মূল বিষয় হলো, বই পড়ে জ্ঞান লাভ করে তা একইসঙ্গে প্রয়োগিক জীবনে কাজে লাগানো বা সচেষ্ট হওয়া খুব জরুরি। বিচ্ছিন্নভাবে জ্ঞান লাভ করে খুব বেশি ফল নেই, যদি তা সমাজের মানুষের কাজে না লাগে। আরেক ধরনের মূলনীতি বা আদর্শে আপনি আস্থা রাখতে পারেন। যেমন রকমারি বইয়ের পাঠাগার না করে, করতে পারেন বিশেষায়িত পাঠাগার। আমাদের দেশে এ ধরনের পাঠাগারের সংখ্যা খুব কম। হতে পারে আপনি কবিতা-বিষয়ক একটি পাঠাগার করলেন, যাতে রাখলেন বাংলা ও ইংরেজি ভাষার নামী সব কবির কবিতার বই ও সমালোচনা।

একইভাবে হতে পারে গল্পবিষয়ক বইয়ের একটি পাঠাগার। একইভাবে উপন্যাস বা প্রবন্ধ বিষয়ে পাঠাগারও করতে পারেন। আবার সাহিত্যিক ধরেও করতে পারেন। করতে পারেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সব বই ও তাঁকে নিয়ে লেখা সেরা বইগুলো নিয়ে একটি পাঠাগার। কেবল গোয়েন্দা কাহিনীনির্ভর বইয়েরও একটি পাঠাগার করতে পারেন। সাহিত্য, সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী বই নিয়েও হতে পারে একটি পাঠাগার। হয়তো দূরদূরান্ত থেকে কোনো গবেষক নিবিষ্টমনে গবেষণা করার জন্য আপনার পাঠাগারটিকেই বেছে নেবেন।